জওলা
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

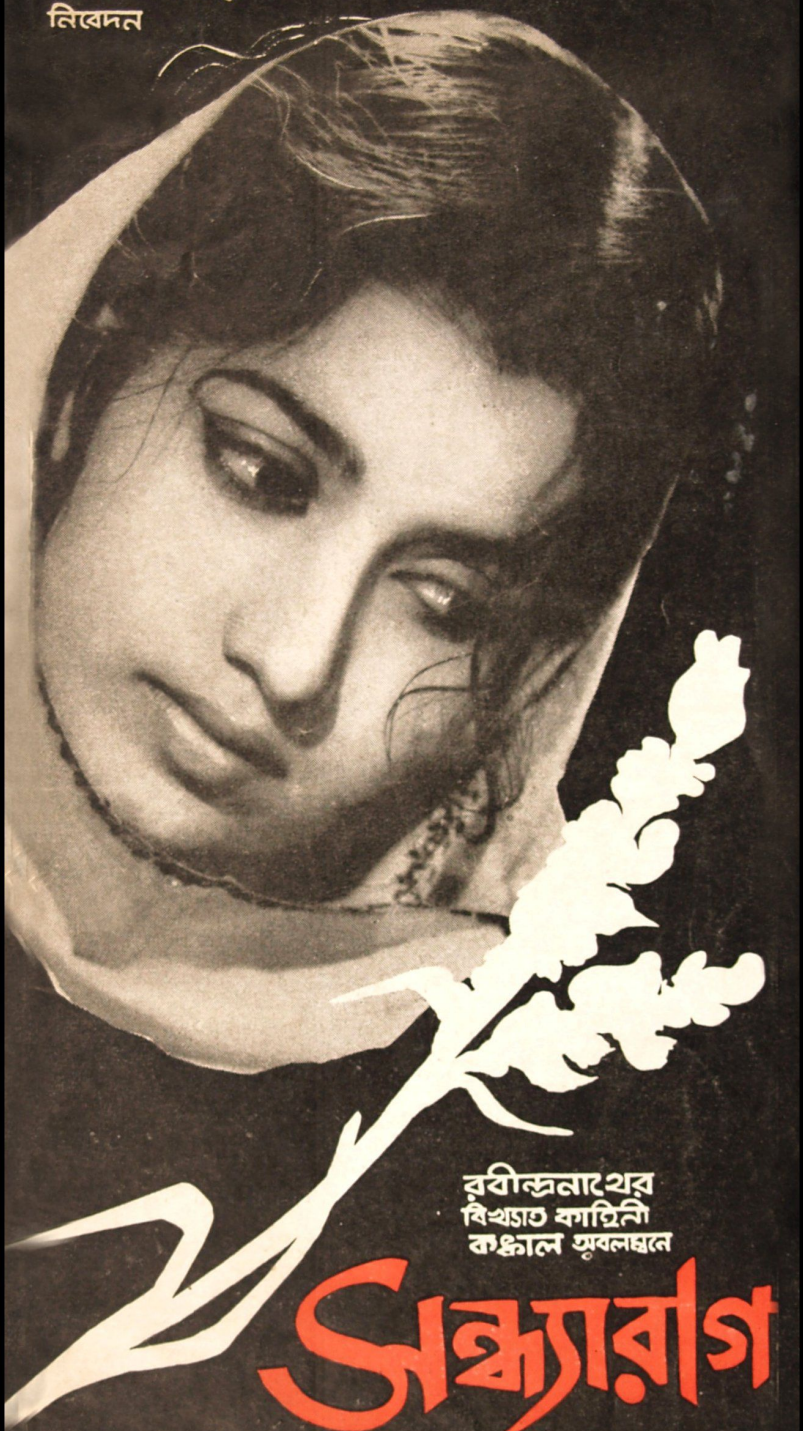

রবীন্দ্রনাথের
বিখ্যাত কাহিনী
কঙ্কাল অবলম্বনে

সন্ধ্যারাগ

পরিচালনা
জীবন গাঙ্গুলী
সঙ্গীত
পণ্ডিত রবিশঙ্কর

সন্ধ্যারাগ

প্রযোজনা

গৌরীশংকর

দেবকীনন্দন

চিত্ররূপ ও পরিচালনা : **জীবন গঙ্গোপাধ্যায়**

সুর সৃষ্টি : **পণ্ডিত রবিশংকর**

আলোক চিত্র : দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শব্দগ্রহণ : অতুল চাটার্জ্জি
শব্দ পুনর্লেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্পনির্দেশক : প্রসাদ মিত্র
সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জ্জি
কর্মসচিব : কৈলাস বাগচি
রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায়
ও পঞ্চু দাস
স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ
প্রচার শিল্পী : জয়দেব রায়
ব্যবস্থাপনা : শিবপদ মিত্র
মঞ্চ নির্ম্মাণ : ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য
সাজসজ্জা : বিশ্বনাথ দাস
পরিচয় লিপিকার : অবনীন্দ্রনাথ ঘোষ
নেপথ্য কণ্ঠ : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র ও বন্দনা সিংহ

ষ্টুডিও এস, সি, এস এ গৃহীত ও
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিজে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত

একমাত্র পরিবেশক

ইষ্টার্ণ ফিল্ম ক্রাফ্‌ট্‌স

কলিকাতা-১৩

• ভূমিকায় •

কল্যাণী ঘোষ, নির্ম্মলকুমার, অসিতবরণ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিধন, কালী সরকার, শিশির বটব্যাল, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, কৃষ্ণা, মন্দিরা, সন্ধ্যা, হরিমোহন, মনি শ্রীমাণী, সমর, শ্যামল, মন্মথ ইত্যাদি।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা : ভূপেন রায়, সুধীর চাটার্জ্জি
সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী,
আলোক চিত্র : সুনীল চক্রবর্ত্তী
শব্দ ধারণ : রথীন ঘোষ
আলোক সজ্জাতে : দুলাল শীল, শম্ভু বানার্জ্জি, নিতাই শীল, জগু সিং, শৈলেন, হরিপদ।
ব্যবস্থাপনা : দুলাল সাহা, ত্রৈলোক্য দাস
সেট নির্ম্মাণ : মজিদ, রহমান, হেমচন্দ্র, বিশা, প্রভাকর, গুণোনিধি, ভানু, রামসুকুর, চরণ, নারায়ণ, পূর্ণ, আশু, কালিপদ।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ভবানী সেন (ত্রিবেণী), ধলভূম ট্রেডিংস (ঘাটশীলা), মহেন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স, মুক্তবাবু, মোহর দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা), সুধাংশু মল্লিক, দেবু মিত্র, মৃন্ময় গাঙ্গুলী, নীহারকণা গাঙ্গুলী।

সন্ধ্যারাগ

(কংকাল)

"আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ, নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই।"

রজনীর অন্ধকার পটে জেগে উঠেছিল সেই ভুবনমোহন পূর্ণ-যৌবনের রূপ। কঙ্কালেও রূপ আছে, যৌবন আছে। তার শূন্য চক্ষু কোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা কালো চোখ আর অনাবৃত দন্তসার বিকট মুখের উপর মৃদু হাসিও মাখানো আছে। গভীর অন্ধকারে মানস দেখেছিল এই গরবিণী নারীকে। আর শুয়ে শুয়ে ভাবছিল নিজের শৈশবের দিনগুলো। কতদিন আগেকার কথা— এই ঘরেই মানস একদিন পড়াশুনা করতো। একটা কঙ্কাল নিয়ে অস্থিবিদ্যা শিখতো। তার সেজকাকার মৃত্যুর পর সে এসেছিল এই পৃথিবীতে। সবাই তাকে দেখে বল্‌লে সেজকর্ত্তাই আবার ফিরে এসেছেন এই বংশে। নিশুতি রাতে দেয়ালে টাঙ্গানো সেজকাকার ছবিখানা দেখে বিগতদিনের সে সব কথা মনে পড়লো মানসের।

আকস্মাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো মানস। জিজ্ঞেস করলো—"কে ও!"

জমাটবাধা অন্ধকারের বুক চিরে স্খলিত নারীকণ্ঠ শোনা গেল—"আমি! আমার কঙ্কালটা খুঁজতে এসেছি। আমিও একদিন মানুষ ছিলাম। আমারও একদিন জীবন ছিল, যৌবন ছিল। ছোট বয়সে একদিন বিয়েও হ'য়েছিল আমার—"

মানসের সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীর জীবনেতিহাস। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো এক অসামান্যা নারীর প্রেমের ঐশ্বর্য্য ও তার জয়ের ইতিবৃত্ত। পৃথিবীর বাস্তবতার কাঠিন্যে আর মৃত্যুর নিকষ কালো ছায়ায় যে বিজয়িনী নারীর যৌবনের রঙ্গীন দিনগুলো হারিয়ে গেছে শুধু মানসই তার সাক্ষী হ'য়ে রইলো আজ—

* * * *

(১)

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে রেরে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে॥
ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে॥
হারে রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধরে কেরে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে॥

(২)

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘর ছাড়া কোন্ পথের পানে॥
নিত্য কালের গোপন কথা বিশ্ব প্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে॥

মনে যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হয়ে ফোটে,
আমার হিয়া উছলিয়া সাগরে টেউ ওঠে।
পরাণ আমার বাঁধন হারায় নিশীথ রাতের তারায় তারায়,
আকাশ আমায় কয় কী যে কয় কেই বা জানে॥

(৩)

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ে।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো॥
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে বেড়ানু বহিয়া সারা
রাত্রি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে প্রিয় হে প্রিয়ে॥
বাসনার রংয়ে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোল॥
এরসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্প সুবাস—
এর পরে তব আঁখির আভাস দিও হে দিও॥

* * *

किन्तु, हाय, मेरा वह निलर्ज्ज, निरावरण, निराभरण चिरवृद्ध कंकाल तुम्हारे सामने मिथ्या साक्षी दे गया हैं। इच्छा होती है कि मेरा वही सोलह वर्षीय जवलन्त यौवन-ताप से उत्तप्त और आरक्त सौन्दर्य तुम्हारी निगाहों के सामने चित्रित कर दूँ।

रात्रि के अन्धकार पट पर उसका भुवनमोहन अनुपम रूप और भी निखर उठा। कंकाल में भी रूप है, यौवन है और उसकी उन शून्य चक्षु कोटरों में हड्डियों के बीच कमान सी खीची हुई भौरे की तरह दो बड़ी बड़ी काली आँखें है और अनावृत दाँतो से युक्त भयंकर मुख पर मृदुल हँसी। मध्यरात्रि में मानस ने इसी सुन्दरी और गर्विणी नारी को देखा।

लेटे हुए ही वह स्मरण कर रहा था अपने बीते हुए शैशव को। हवा के झोकों से दीवार पर लटकती हुई खटखट करती हुई फोटो पर उसकी निगाह टिक गई, और उसे उसके मानस पटल पर अपने बचपन के दिन की स्मृति ताजा हो गई। उसे याद आया कि लोग उसके बारे में तया क्या कहा करतेथे।

इसी कमरे में वह अध्यायन करता था। और एक कंकाल की सहायता से अस्थि विद्या पढता था।

हठात् कमरे में द्रुत निश्वास के शब्द को सुन कर मानस भयाक्रान्त हो कर उठ बैठा और अपनी शंका दूर करने के लिए पूछा "कौन"।

रात्रि की निस्तब्धता को चीरता हुआ एक सुललित एवं सुमधुर नारी स्वर सुनाई पड़ा–"मैं"। मेरा वह कंकाल यहीं कहीं खो गया है उसे ही ढूंढने आई हूँ! पर यदि तुम अकेले हो तो जरा बैठ रहूँ। स्वीकृति पाकर वह कहने लगी— मैं भी एक दिन मनुष्य थी मुझमें भी जीवन था और था यौवन। बाल्यावस्था में मेरा विवाह भी हुआ था। नारी जीवन के इतिहास का अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन हुआ, और मानस ने अनुभव किया एक अलौकिक असाधारण नारी प्रेम के ऐश्वर्य और उसके मर्म को। पर न जाने वसुन्धरा के इस महासागर की गोदमें उस विजयिनी नारी के रंगीन स्वप्न की मधुर स्मृति कहाँ अदृश्य हो गई है :-

"SANDHYARAAG"

Selected for International

FESTIVALS

The Govt. of India have selected the Film "SANDHYARAAG", based on Tagore's famous story "KANKAL", for exhibition in Tagore's Centenary celebration and International Film Festival in Cairo of United Arab Republic. Thereafter they will send the Film to Warsaw Film Festival of Poland for showing there.

The members of Loksabha were invited by a special bulletin issued from Parliament on 9.9.61. to see the said film on 11th September, 1961, in New Delhi, at the Film Division Auditorium. Prof. Humayun Kabir, Chairman of Tagore Centenary Committee and other distinguished persons attended the show. It is reported that they all highly extolled the work of Sri Jibon Ganguli, director of the Film, who was in New Delhi on the occasion.

অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

জাওলা প্রোডাকসন্সের
দ্বিতীয় অর্ঘ্য
17-11-61
পুতুলের খেলা
কাহিনী· সমরেশ বসু
পরিচালনা· জীবন গাঙ্গুলী সঙ্গীত· দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
প্রস্তুতি পর্ব্ব সমাপ্ত প্রায়!
ভারতে পর্তুগীজ অনুপ্রবেশের পটভূমিতে
জাওলা প্রোডাকসন্সের
ব্যয়বহুল চিত্রার্ঘ্য
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রক্তসন্ধ্যা
(হিন্দী) ইস্টম্যান কলার (বাংলা)
পরিচালনা জীবন গাঙ্গুলী
একমাত্র পরিবেশক
ইস্টার্ণ ফিল্ম ক্রাফট্‌স
৩সি ম্যাডান স্ট্রীট কলি ১৩